জাতিসংঘ সাপ্তাহিক সংবাদ সংক্ষেপ

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র,ঢাকা - জুলাই/০৩

সংবাদ শিরোনাম ঃ

* ইন্দোনেশিয়ায় বার্ড ফ্লু বিস্তাররোধে দ্রুত মোকাবিলা দল গঠনে জাতিসংঘের সহায়তা
* জাতিসংঘ ফোরামে জনসংখ্যার মাঝে প্রবীণদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার প্রভাব নিয়ে এশীয় দেশগুলোর আলোচনা
* নেপালের শান্তি প্রক্রিয়া সঠিক পথে চললেও এখনো অনেক চ্যালঞ্জ রয়ে গেছে-বান কি-মুন
* নারী বৈষম্য বিরোধী কমিটির কর্মকান্ডের প্রশংসা করলেন জাতিসংঘ মানবাধিকার প্রধান
* নির্বাচনে সহায়তার জন্য জাতিসংঘ স্বেচ্ছাসেবীদের প্রশংসা করলেন তিমুর-লিস্টের প্রেসিডেন্ট

ইন্দোনেশিয়ায় বার্ড ফ্লু বিস্তাররোধে দ্রুত মোকাবিলা দল গঠনে জাতিসংঘের সহায়তা

২৬ জুলাই- জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (ফাও) আজ হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছে, বার্ড ফ্লুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে গ্রামের মানুষকে সম্পৃক্ত না করে ইন্দোনেশিয়া ব্যাপক সংক্রামক এ রোগটি নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হবে না। এ রোগে দ্বীপরাষ্ট্রটিতে ইতিমধ্যেই লাখ লাখ হাঁস-মুরগি মারা গেছে। তা ছাড়া বিশ্বের যে কোনও দেশের তুলনায় সেখানে এ রোগে বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে।

বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা করছেন, এ রোগটি বিশ্বব্যাপী মানুষের মধ্যে মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়তে পারে। তাই এ রোগের ভাইরাস এইচ৫এন১ নিয়ন্ত্রণে রাখতে ফাও ইন্দোনেশিয়ার স্থানীয় পশু চিকিৎসক ও অনিয়মিত পশু চিকিৎসকদের ব্যাধি নজরদারি ও মোকাবিলা কৌশল বিষয়ক অংশগ্রহণমুলক প্রশিক্ষণে (পিডিএস/আর) সাহায্য করছে। দেশটিতে ৬০০০-এরও বেশি দ্বীপে ২৪ কোটি মানুষ বসবাস করছে।

ফাও বলছে, 'ইন্দোনেশিয়ায় প্রথমবার এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারি আকারে দেখা দেওয়ার পর চার বছর অতিবাহিত হয়েছে। এ রোগে ৮০ জনের মৃত্যু হয়েছে। আক্রান্ত হাঁস-মুরগি চিহ্নিতকরণ এবং মৃতের সংখ্যা জানানোর ক্ষেত্রে স্থানীয় লোকজনকে সম্পৃক্ত করা এখনও জরুরি।'

পশুচিকিৎসক ও অনিয়মিত চিকিৎসকরা স্থানীয় লোকজনকে সম্পৃক্ত করে তাদের স্থানীয় জ্ঞানকে কাজে লাগাচ্ছেন এবং এ রোগ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে তাদের যুক্ত করছেন। গ্রামবাসীদেরও হাঁস-মুরগির মধ্যে বার্ড ফ্লুর সংক্রমণ চিহ্নিত করার ও কর্তৃপক্ষকে তা অবহিত করার বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। একই সঙ্গে নিজেদের ও পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তার জন্য তাদের দায়িত্বশীল করে তোলা হয়।

ফাও স্থানীয় সরকার পর্যায়ে আরও পিডিএস/আর দলকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার পরিকল্পনা করছে।

ইন্দোনেশিয়ায় ফাও এর এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা দলের নেতা জেমস ম্যাকগ্রেইন বলেন, 'আমরা সুমাত্রা, কলিমান্তন, সুলাভেসি ও পাপুয়া দ্বীপকে এর আওতায় আনার জন্য পিডিএস/আর সম্প্রসারণ করতে যাচ্ছি।'

তিনি বলেন, ' আত্মপ্রসাধ লাভের কোনও সুযোগ নেই। ইন্দোনেশিয়ায় এ ভাইরাস যতবেশি ঘুরপাক খাবে মানুষ আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি ততো বেশি থাকবে। এইচ৫এন১ ভাইরাস নিয়ন্ত্রণে আনতে ইন্দোনেশিয়াকে আরও অনেক দুর যেতে হবে। তবে দেশটি গ্রামে এ রোগ নজরদারি ও মোকাবিলায় বড় ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে।'

'আক্রান্ত অন্যান্য দেশও এ কৌশল অবলম্বন করতে পারে। স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কাজ করার মাধ্যমে কেবল কিভাবে এ রোগ ছড়ায় সে সম্পর্কিত গুরুত্বপুর্ণ তথ্যই পাওয়া যায় না, বরং ইন্দোনেশিয়ার নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে ক্ষতিগ্রস্ত লোকজনকেও সম্পৃক্ত করা যায়।'

ব্যাধি নজরদারি ও মোকাবিলা দলগুলো বর্তমানে ৪৪৪ জেলার ১৬৮টিতে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ পর্যন্ত এক হাজার দুইশ'র বেশি কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। জাভার সব জেলা, বালি প্রদেশ, উত্তর সুমাত্রা ও লাম্পুংয়ে পিডিএস/আর সক্ষমতা তৈরি করা হয়েছে। এসব এলাকায় ৭০% লোকজনের বাস। এছাড়া কলিমান্তন ও সুলাভেসির সব প্রদেশে প্রাদেশিক পিডিএস/আর সক্ষমতা তৈরি করা হয়েছে।

তাংজেরং জেলা পশু সেবা বিভাগের পশুচিকিৎসক আইবু আজমিয়াতি বলেন, 'মাঠ পর্যায়ে গ্রামবাসীরা গোয়েন্দাদের মতো কাজ করেন। তারা কোনও এলাকায় হাঁস-মুরগির মধ্যে এইচ৫এন১ ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার খবর আমাদের জানান। তাদের সহায়তা ছাড়া আমরা ব্যর্থ হতাম। কেননা সেখানে অনেক বেশি কৃষক ও গ্রামবাসী রয়েছেন যারা খোঁয়াড়ে হাঁস-মুরগি পোষে।'

ইন্দোনেশিয়ার প্রায় ৬০% জনগণ তাদের খোঁয়াড়ে ৩০ কোটি হাস-মুরগি পালন করে।

এ পর্যন্ত ডজনখানেক দেশে ৩১৯ লোক এ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে। এর মধ্যে ১৯১ জন ইতোমধ্যেই মারা গেছে। তাদের প্রায় সবাই হাস-মুরগির খামার থেকে আক্রান্ত হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা করছেন, এ ভাইরাস সহজেই মানুষ থেকে মানুষে সংক্রমিত রোগে পরিণত হতে পারে। ১৯১৮-১৯২০ সালে স্পেনে দেখা দেওয়া তথাকথিত স্প্যানিশ ফ্লু সহজেই মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। ওই সময় দুই থেকে চার কোটি মানুষ মারা গিয়েছিল বলে ধারণা করা হয়।

জাতিসংঘ ফোরামে জনসংখ্যার মাঝে প্রবীণদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার প্রভাব নিয়ে এশীয় দেশগুলোর আলোচনা

২৫ জুলাই-থাইল্যান্ডের ব্যাংককে আজ জাতিসংঘের নেতৃত্বে জনসংখ্যার মাঝে প্রবীণদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার সামাজিক, শারীরিক ও আর্থিক প্রভাবের ওপর এক বৈঠক শুরু হয়েছে। এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ডজন খানেকের বেশি দেশের প্রতিনিধিরা এতে অংশ নেয়।
জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (ইউএনএফপিএ) ও জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিভাগের (ডেসা) সহায়তায় জাতিসংঘের এশীয় ও প্রশান্ত মাহাসাগরীয় অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশন (ইউনেস্ক্যাপ) দু'দিনব্যাপী এ সেমিনারের আয়োজন করে।

জন্মহার কমে যাওয়ায় এবং মানুষের আয়ু বেড়ে যাওয়ায় জনসংখ্যার বয়োবৃদ্ধি এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের জন্য ধীরে ধীরে এক চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এ এলাকায় প্রবীণ লোকজনের হার দ্রুত বাড়ছে। ২০০৭ সালে এ সংখ্যা যেখানে ৪১ কোটি সেখানে ২০২৫ সালে ৭৩ কোটি ৩০ লাখ এবং ২০৫০ সালে ১৩০ কোটি হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

এ অঞ্চলের মোট জনসংখ্যার ১০ শতাংশ প্রবীণ। ২০২৫ সালে এই হার হবে ১৫ শতাংশ এবং ২০৫০ সালে হবে ২৫ শতাংশ। এই পরিবর্তনে আয়ের নিরাপত্তা, সমাজ কল্যাণ ও চিকিৎসা সেবার ওপর ব্যাপক সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব পড়বে।

এসব চ্যালেঞ্জের পাশাপাশি এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে অন্যান্য জনসংখ্যাগত পরিবর্তন আসবে যা পারিবারিক কাঠামোকে নতুন আকার দেবে । প্রবীণদের জন্য প্রয়োজনীয় সময় দেওয়ার লোক থাকবে খুবই কম। কেননা তরুণদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে এবং কর্মজীবী নারীর সংখ্যা বাড়ছে। তা ছাড়া শহরে চলে যাওয়ার কারণে অনেক প্রবীণ গ্রামেই পড়ে থাকে।

সেমিনারে অংশ নেওয়া বিশেষজ্ঞ ও সরকারের প্রতিনিধিরা পারিবারিক কাঠামোর পরিবর্তন এবং প্রবীণদের সেবা ও সহায়তায় এর প্রভাব বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে জনসংখ্যার মাঝে প্রবীণদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার আর্থ-সামাজিক ও স্বাস্থ্যগত প্রভাবের চিত্র তুলে ধরবেন। এ অঞ্চলের বিদ্যমান কর্মসুচি ও নীতিমালা নিয়ে আলোচনা করা হবে। একই সঙ্গে জাতীয় কার্যক্রম সম্প্রসারণের জন্যও বেশ কিছু সুপারিশ করা হবে।

এ সেমিনারের ফলাফল নিয়ে প্রবীণ বিষয়ক মাদ্রিদ আন্তর্জাতিক কর্মপরিকল্পনার ওপর উচ্চ পর্যায়ের পর্যালোচনা বৈঠকে আলোচনা করা হবে। চলতি বছরের অক্টোবরে চীনের ম্যাকাও নগরীতে ওই বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে।

নেপালের শান্তি প্রক্রিয়া সঠিক পথে চললেও এখনো অনেক চ্যালঞ্জ রয়ে গেছে-বান কি-মুন

২৪ জুলাই-জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুন বলেছেন, নেপালে শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠায় চলমান শান্তি প্রক্রিয়া সঠিক পথে এগুচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। তবে সাম্প্রতিক মাসগুলোতে দেশটির জাতীয় রাজনৈতিক চিত্র আরও জটিল ও চ্যালেঞ্জিং আকার ধারণ করেছে। নেপাল সম্পর্কিত নতুন একটি প্রতিবেদনে তিনি এ কথা বলেছেন। একইসঙ্গে তিনি দেশটির চলমান শান্তি প্রক্রিয়ার ইতিবাচক গতিকে ধরে রাখতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

প্রতিবেদনে বান কি-মুন বলেন, শান্তি প্রক্রিয়ার সফল পথকে টেকসই করতে আবারও নতুন করে সম্প্রসারিত উদ্যোগ নিতে হবে। নেপালে গত বছরের নভেম্বরে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এর মাধ্যমে দেশটিতে এক দশক ধরে চলতে থাকা দ্বন্দ্বের অবসান হয়েছে। এই দ্বন্দ্বে প্রায় ১৩ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়।

নেপালের সাম্প্রতিক চ্যালেঞ্জগুলোর মধ্যে বান কি-মুন দেশটির সংসদ নির্বাচন স্থগিতের কথা উলে-খ করেছেন। চলতি বছরের জুনের মাঝামাঝি এ নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা ছিল। কিন্তু নির্ধারিত সময়ে নির্বাচন পরিচালনার নিয়মকানুন তৈরি না হওয়ায় এখন তা অনুষ্ঠানের জন্য নতুন তারিখ ধার্য করা হয়েছে আগামী ২২ নভেম্বর।

বান কি-মুন সতর্ক করে দিয়ে বলেন, বাস্তব ও সুষ্ঠ পরিকল্পনাসম্মত সময়ের মধ্যে একটি বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হলে তা দেশটির ক্ষমতাসীন আট দলীয় সরকারের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। এমনকি ঐক্য ধরে রেখে বিদ্যমান সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে তাদের সক্ষমতার ওপরেও তা প্রভাব ফেলতে পারে।

বান কি-মুন তার প্রতিবেদনে গুরুত্ব দিয়ে বলেন, দেশটির গণতন্ত্রায়ন প্রক্রিয়ার 'কেন্দ্রীয় উপাদান' হলো একটি সফল নির্বাচন।

বান কি-মুন বলেন, ঝুঁকির পরিমাণ অনেক বেশি। তিনি আরও বলেন, নেপালের জনগণের ঐকান্তিক আকাঙ্খা টেকসই শান্তি প্রতিষ্ঠা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে গৌণ ইস্যুসমুহের ব্যাপারে অস্পষ্ট বা বৈষম্য কোন হুমকি হতে পারে না কিংবা তা নেপালিদেরকে তাদের আকাঙ্খা বাস্তবায়ন থেকে বঞ্চিত করতে পারে না।

তিনি আরও বলেন, আগামী নভেম্বরে সংসদ নির্বাচন করতে চাইলে উলে-খযোগ্য কিছু কাজ শেষ করতে হবে। নেপালে নিয়োজিত জাতিসংঘ মিশন (ইউএনএমআইএন) অব্যাহতভাবে এই পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছে। ইউএনএমআইএন নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পর্কিত কাজে নেপালকে সহায়তা করছে।

জাতিসংঘ মহাসচিব বলেন, নেপালের সার্বিক মানবাধিকার পরিস্থিতি অব্যাহতভাবে উদ্বেগজনক হয়ে ওঠেছে। প্রধান উদ্বেগের বিষয়গুলো জনগণের অপর্যাপ্ত নিরাপত্তা ও আইন প্রয়োগের সঙ্গে জড়িত। রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় প্রতিনিধিত্ব ও অন্তভুর্ক্তির ব্যাপারে বৈষম্যের নিস্পত্তি না হওয়া বিষয়গুলোও উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে।

ইতোমধ্যে জাতিসংঘ ঘোষণা দিয়েছে এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় শান্তি ও নিরস্ত্রীকরণ বিষয়ক জাতিসংঘ আঞ্চলিক কেন্দ্র নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুতে স্থাপন করা হবে। এ ব্যাপারে জাতিসংঘ নেপাল সরকারের সঙ্গে প্রয়োজনীয় চুক্তিও স্বাক্ষর করেছে।

এই কেন্দ্রটি ১৯৮৭ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক সৃষ্টি হয়েছে। ১৯৮৯ সাল থেকে কেন্দ্রটি নিউইয়র্কের বাইরে পরিচালিত হচ্ছে।

এই কেন্দ্রের পরিচালক সুতোমু ইশিগুরি বলেন,গত ১৭ বছরে এই আঞ্চলিক কেন্দ্রের ভূমিকা নাটকীয়ভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। নিরস্ত্রীকরণ বিষয়ক নিরপেক্ষ তথ্য প্রদানকারী থেকে এই সংস্থা উন্নত ও নিরাপদ বিশ্ব গড়তে সদস্য রাষ্ট্র এবং এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অন্যান্য পক্ষগুলোর গুরুত্বপূর্ণ অংশীদারে জন্য পরিণত হয়েছে।

ছয় মাসের মধ্যে কাঠমান্ডুতে এই কেন্দ্র স্থানান্তরের লক্ষ্যে নিরস্ত্রীকরণ বিষয়ক জাতিসংঘ অফিস নেপালি সরকারের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে। আর নিরস্ত্রীকরণ বিষয়ক জাতিসংঘ অফিসকে সহায়তা করছে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসুচির নেপালের কান্ট্রি অফিস।

নারী বৈষম্য বিরোধী কমিটির কর্মকান্ডের প্রশংসা করলেন জাতিসংঘ মানবাধিকার প্রধান

২৩ জুলাই- জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনার লুইস আরবার নারীর প্রতি বৈষম্য দুরীকরণ বিষয়ক কমিটি প্রতিষ্ঠার ২৫ বছর পুর্তি উপলক্ষে কমিটির কর্মকান্ডের ব্যাপক প্রশংসা করেছেন। এ কমিটি নারীর প্রতি বৈষম্য দুরীকরণ বিষয়ক ঐতিহাসিক চুক্তি বিভিন্ন রাষ্ট্র কিভাবে মেনে চলছে তা পর্যবেক্ষণ করছে।

১৯৭৯ সালে স্বাক্ষরিত নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য দুরীকরণ চুক্তির আওতায় ১৮৫টি রাষ্ট্র তাদের দায়দায়িত্ব কতটুকু পুরণ করেছে তা নিশ্চিত করার জন্য কমিটির ২৩ সদস্য বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ দল কাজ করে যাচ্ছে। ওই চুক্তি সিডও (সিইডিএডবি-উ) নামেও পরিচিত এবং একে নারীর অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক একটি সনদ হিসেবেও দেখা হয়ে থাকে।

এই মাইলফলক স্থাপন উদযাপন উপলক্ষে আজ নিউইয়র্কে আয়োজিত বিশেষ অনুষ্ঠানে লুইস আরবার বলেন, সিডও একটি জাতিকে নারীর সত্যিকারের সমঅধিকারের ধারনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। এই চুক্তি মনে করে, নারীর প্রতি বৈষম্যমুলক স্পষ্ট কোনো আইন না থাকলেও বাস্তবে নারীরা পুরুষের সমান সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার ভোগ না করা পর্যন্ত তাদেরকে পুরুষের সমান হিসেবে বিবেচনা করা হয়না।

এই চুক্তির আওতায় রাষ্ট্রগুলো যে কোনো ক্ষেত্রে নারীর প্রতি সকল ধরনের বৈষম্য নিজ উদ্যাগে দুর করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার ব্যাপারে আইনগতভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সেটা হতে পারে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সংস্কৃতিক অথবা নাগরিক ক্ষেত্র।

আরবার বলেন, প্রায় সমগ্র আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ইতোমধ্যেই এই চুক্তিকে অনুমোদন দান করেছে। এর মাধ্যমে তারা নারী ও মেয়েদের জন্য একটি সমন্বিত মানবাধিকার কাঠামোয় প্রথম পদক্ষেপ ফেলেছে।

কমিটির বিভিন্ন অর্জনের মধ্যে তিনি এই চুক্তির ঐচ্ছিক বিধিমালার ব্যাখ্যার ওপর আলোকপাত করেন। নির্দিষ্ট পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে এই বিধিমালার আওতায় বিশেষজ্ঞ দল নারী অধিকারের সম্ভাব্য গুরতর ও নিয়মতান্ত্রিক লংঘনের বিষয়ে তদন্ত করতে পারে।

তিনি আরও উলে-খ করেন এই কমিটি নারীদের খৎনা, নারী নির্যাতন ও এইচআইভি/এইডস এর মতো বিষয়সমুহ নিয়ে সোচ্চার হওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রবর্তী ভুমিকা পালন করেছে।

তিনি বলেন, সাধারনভাবে এই কমিটি নারীর মানবিক অধিকারকে সমর্থন দেওয়ার মাধ্যমে সার্বিক মানবাধিকার কর্মসুচিকেই এগিয়ে নেয়।

হাইকমিশনার লুইস আরবার ছাড়া সাধারণ পরিষদের সভাপতি শেখ হায়া রাশেদ আল খলিফাও কমিটির কর্মকান্ড সম্পর্কে প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেন, বিচারকমন্ডলীর কার্যকর পর্যবেক্ষণ কর্মকান্ড এবং দিকনির্দেশনা নারীদের মানবাধিকার ভোগ করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসমুহের জবাবদিহিতাকে তাৎপর্যপুর্ণভাবে বৃদ্ধি করেছে এবং বিশ্বব্যাপী নারী অগ্রগতিকে একটি কাঠামো প্রদান করেছে।

আজকের এই উদযাপন অনুষ্ঠানের পর আনুষ্ঠানিকভাবে কমিটির ৩৯তম অধিবেশনের উদ্বোধন করা হবে। আর এ অধিবেশন উদ্বোধনের সময় বিশেষজ্ঞরা বেলিজ, ব্রাজিল, এস্তোনিয়া, গায়েনা, হন্ডুরাস, হাঙ্গেরি, ইন্দোনেশিয়া, জর্ডান, কেনিয়া, লিসটেন্সটেইন, নিউজিল্যান্ড, নরওয়ে, কোরিয়া, সিঙ্গাপুর এবং কুক দ্বীপপুঞ্জের প্রতিবেদন পর্যালোচনা করবেন।

গত ২৫ বছর ধরে এই কমিটি ১৪৫ দেশের ৪০০টি প্রতিবেদন পর্যালোচনা করেছে।

নির্বাচনে সহায়তার জন্য জাতিসংঘ স্বেচ্ছাসেবীদের প্রশংসা করলেন তিমুর-লিস্টের প্রেসিডেন্ট

২০ জুলাই- তিমুর-লিস্টের প্রেসিডেন্ট হোসে রামোস হোর্তা দেশটির এ বছরের নির্বাচনে সহায়তার জন্য ৭০ টি দেশ থেকে পাঠানো ২৫০ জনের বেশি জাতিসংঘ স্বেচ্ছাসেবীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

১৮ জুলাই এক অনুষ্ঠানে হোর্তা বলেন, সাম্প্রতিক মাসগুলোতে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় সহায়তাকারী জাতিসংঘ স্বেচ্ছাসেবীদের প্রতিশ্রুতি ছিল জাতিসংঘের চিন্তা ও আদর্শের বাস্তবায়ন।

পূর্ব তিমুরে জাতিসংঘ সমন্বিত মিশনের (ইউএনএমআইটি) সঙ্গে মিলে জাতিসংঘ স্বেচ্ছাসেবীরা নির্বাচনের উপকরণ সরবরাহ, ভোটার নিবন্ধন, ভোটারদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দানের মাধ্যমে নির্বাচনী উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেছেন। নির্বাচনের দিন স্বেচ্ছাসেবীরা নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় সহায়তা করতে সারা দেশের মাঠ পর্যায়ে কাজ করেছেন।

জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি মুনের তিমুর-লিস্টে বিষয়ক বিশেষ প্রতিনিধি অতুল খারি বলেন, ‘জাতিসংঘ স্বেচ্ছাসেবীরা এই অভিযানের মেরুদন্ড।’

তিমুর-লিস্টে ২০০৭ সালের প্রেসিডেন্ট ও সংসদ নির্বাচনের সব ক্ষেত্রে সহায়তার জন্য নিরাপত্তা পরিষদ ইউএনএমআইটি-কে সেখানে মোতায়েন করে।

** ** **